পশ্চিমবঙ্গের দুই দশকের ছাত্র আন্দোলন: কয়েকটি নির্বাচিত ঘটনার একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

সারাংশ

এই গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক তিনটি বড় আন্দোলনের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ছাত্র আন্দোলন কখনো স্বাধীনভাবে, কখনো বা অন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদের সাথে সমান্তরালে চলেছে। এই আন্দোলনগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ছাত্র আন্দোলন অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের আন্দোলনকে প্রভাবিত করছে, আবার তারাও ছাত্র আন্দোলনকে প্রভাবিত করছে। এই পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আন্দোলনগুলোর গতি ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র রাজনীতির একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে, যেখানে ছাত্ররা কেবল শিক্ষাঙ্গনের বিষয় নিয়ে আন্দোলন করেনি, বরং সমাজ ও রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতেও নেতৃত্ব দিয়েছে। সত্তরের দশকে নকশাল আন্দোলন, আশির দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক অধিকারের লড়াই, নব্বইয়ের দশকে মন্ডল কমিশন বিতর্ক এবং সাম্প্রতিক কালে সিঙ্গুর-নন্দিগ্রামের জমি আন্দোলন—এই সব ক্ষেত্রেই ছাত্ররা বড় ভূমিকা পালন করেছে। তাই ছাত্ররা শুধুমাত্র নিজেদের দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বৃহত্তর সমাজের সমস্যা নিয়েও সরব হচ্ছে। ফলে, যখন দুর্নীতি, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বা রাজনৈতিক নিপীড়ন নিয়ে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তখন ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই প্রতিবাদে শামিল হয়েছে। আরও যে বিষয় এই গবেষণায় দেখা যাচ্ছে বর্তমান সময়ে বেকারত্ব এবং চাকরির অনিশ্চয়তা ছাত্র ও যুবসমাজের অন্যতম বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে দুর্নীতি, বেসরকারি খাতে সুযোগের অভাব এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য ছাত্রদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি করছে। ফলে, যখন সরকারি চাকরির দুর্নীতি নিয়ে আন্দোলন হয়, ছাত্র সংগঠনগুলো সেটিকে নিজেদের আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেখে। একইভাবে, যখন কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির বিরুদ্ধে নিপীড়ন বা শোষণ হয়, ছাত্রদের মধ্যেও এর প্রভাব পরে, কারণ তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়েও একই ধরনের অনিশ্চয়তায় ভুগছে। এর সাথে আরও একটি বিষয় উঠে আসছে তা হল—বর্তমান সময়ে প্রথাগত বিরোধী দলগুলো তাদের ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে বা সীমিত রাজনৈতিক কৌশলে আটকে রয়েছে।